গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস : বিষয়-ভাবনা ও আঙ্গিক অন্বেষণ

বাংলা কথাসাহিত্যে পঞ্চাশের দশকের অন্যতম প্রতিভাবান কথাকার ছিলেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২)। তাঁর সৃষ্টির মূলে ছিল নিজস্ব অভিজ্ঞতাজাত দর্শন ও প্রকৃতি। মানুষ যেমন তার ছায়াকে এড়িয়ে যেতে পারে না, তেমনই ভাবে কোনো লেখকের লেখা বিচার করতে হলে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এসে পড়ে সমকালীন সমাজ বা দেশকালের কথা। এই সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁর লেখায় উঠে এসেছে যন্ত্রণা, বেকারত্ব, কামনার নগ্ন প্রকাশ, শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতা বোধ।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামটি ছিল সিরাজের এক স্বপ্নের দেশ, তাঁর মানস ভূমি। অদূরে দ্বারকা নদী, বিশাল এক নদী অববাহিকা। আর তারই পাশ থেকে হিজল ও উলুকাশের জঙ্গল এবং রাঢ়ের লালমাটি। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু—প্রকৃতি যেন ঢেলে সাজিয়ে দিয়েছে তাঁর শৈশবের পৃথিবীকে। তিনি প্রকৃতি থেকে নিয়েছিলেন জীবনের শিক্ষা। সাহিত্যিক সিরাজকে অন্বেষণ করতে গিয়ে দেখেছি 'শিল্পী' সিরাজ তাঁর জীবনের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে। প্রকৃতি তাঁর ভালোলাগা ও ভালোবাসা। এই ভালোলাগাই তাঁর কিশোর মনে জন্ম দেয় গ্রামীণ শিল্প ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগী হতে। বানক কুঠিতে রেশম শিল্প, তাঁত শিল্প তাছাড়াও বিভিন্ন কুটির শিল্পের কথা জানতে পারি। মাঠে-ঘাটে মেলায় পার্বণে ঘুরতে ঘুরতে সিরাজ আলকাপ দেখেছেন। আলকাপের প্রতি এক দুর্নিবার টান অনুভব করেছেন তিনি। আর কৌতুকভরা আলকাপকে মানুষ উপভোগ করতে ভালোবাসে কিন্তু মর্যাদা দেয় না। আলকাপের দলকে থাকতে হয় গরুর গোয়ালের সমগোত্রীয় জায়গায়। খেতে দেয় নিকৃষ্টমানের খাবার। রাত জেগে অভিনয় করা শিল্পীদের বরাতে জোটে নাম মাত্র মজুরি। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা নতুন কিছু প্রত্যাশা করেছিল আলকাপ গোষ্ঠীর কাছে। আসর ও দর্শকের মতিগতি বুঝে মুস্তাফা সিরাজ নতুন আঙ্গিকের কাপ রচনা করতেন ও নতুন

ভাবে তা পরিবেশন করা আরম্ভ করলেন। নতুন ধারার কাপ দর্শকরা প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে উৎসাহ ভরে গ্রহণ করল। সে সময় মুস্তাফা সিরাজ অন্য মানুষ। আলকাপ তাঁর ধ্যান জ্ঞান ও সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওস্তাদ ঝাঁকসু সিরাজকে আলকাপের পরিমণ্ডলে পেয়ে বেজায় খুশি। 'আল' কথার অর্থ বন্ধনী, 'কাপ' মানে নাটক। যে নাটক দর্শকের বন্ধনীর মধ্যে শুরু হয়, তাকে বলা হয় আলকাপ। আলকাপ জীবনের এই অদ্ভুত নাটকীয় ঘটনার প্রেক্ষাপটে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ রচনা করেছেন কালজয়ী উপন্যাস 'মায়ামৃদঙ্গ'।

'কিংবদন্তির নায়ক' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে সিরাজের পথ চলা আরম্ভ। যদিও 'নীল ঘরের নটী' (১৯৬৬) তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে তাঁর পূর্ব অর্জিত অভিজ্ঞতার অমেয় স্বাক্ষর লক্ষ করি। যেমন—'অলীক মানুষ', 'মায়ামৃদঙ্গ', 'স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান' প্রভৃতি উপন্যাসে চলে আসে আলকাপের স্মৃতির অনুষঙ্গ। এখানকার চরিত্রেরা যেন এক জীবন্ত বর্ণমালা। 'তৃণভূমি' উপন্যাসে দ্বারকা নদী গ্রাম বাংলার জীবন প্রবাহ রূপেই দেখা দিয়েছে। লৌকিক পালা-পার্বণ সমৃদ্ধ গ্রাম জীবনের প্রচলিত ধারার সঙ্গে আধুনিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তন স্রোতের সংঘর্ষ চিত্রিত হয়েছে। প্রকৃতি নির্ভর জীবন যাত্রার প্রতীকরূপেও নদীর এক বিশিষ্ট ভূমিকা এই উপন্যাসে শিল্প স্বীকৃতি পেয়েছে। 'হিজল কন্যা' উপন্যাসেও সমাজ চেতনার নিদর্শন পাই। এখানে 'এক নয়া আবাদের কিসসা'-র কথা শোনাতে চেয়েছেন লেখক। সিরাজ উপলব্ধি করেছিলেন আমাদের প্রকৃতির কাছে ফিরে না গেলে উদ্ধার নেই। প্রকৃতি থেকে যে যতদূরে যাবে ততোই তার সর্বনাশ। তাই 'বন্যা' উপন্যাসের নায়িকা লীলাও প্রকৃতির কোলেই বেড়ে উঠতে চেয়েছে। জটিলতা, গভীরতা, বিশ্লেষণ, চরিত্রের আত্মসমীক্ষা, বিষণ্ণতা, নানা রহস্যময় মুহূর্ত ফুটে উঠেছে 'বাসস্থান' উপন্যাসে। মানুষ ও প্রকৃতির অন্তর্লীণ হৃদ্যতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি এখানে অন্বেষণ করেছেন এমন সব চরিত্রকে যাদের গভীর রহস্যের অন্তরালে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার। এখানে সেইসব চরিত্রকেই দেখা পাই যারা সমাজবৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে চেয়েছে জীবনের স্বাধীন ভূমিতে। আসলে সিরাজ প্রত্যক্ষ করেছেন সময়ের পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে বদলে যাওয়া মানুষকে। তাদের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে বদলে যাওয়া মানসিকতাকে। তাই নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতার নিরিখে তাদের উপস্থাপিত করেছেন উপন্যাসে।

আমাদের গবেষণা প্রকল্পের লক্ষ হল সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসের আলোচনা। সমকাল এবং প্রধান ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনা অগ্রসর হবে। গবেষণার প্রস্তাবিত বিষয়কে ৫টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর কথা ভেবেছি। গবেষণাকর্মের সম্পূর্ণতা দানের জন্য ভূমিকা ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি যুক্ত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যকৃতি

একজন স্রষ্টার জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে যে জীবনবোধ গড়ে ওঠে তার প্রতিফলন ঘটে তাঁর সৃষ্টিতে। সেজন্য একজন সাহিত্যিকের ব্যক্তিজীবন জানাটা খুব জরুরি। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুরে। পারিবারিক জীবনে সাহিত্যের আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা, আলকাপ দলে ঘুরে বেড়ানোর জন্য জীবনকে বিচিত্রভাবে অনুভব করতে শিখেছেন। প্রকৃতি তাঁর ভালোলাগা এবং ভালোবাসা। এই ভালোলাগা ও ভালোবাসার অর্জিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে কীভাবে প্রভাবিত করলো, তা তাঁর উপন্যাস পাঠেই বোঝা যায়। উপন্যাস সম্পর্কে নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে কীভাবে তাঁর জীবনবোধকে উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন—তা আলোচ্য অধ্যায়ে তুলে ধরা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস : ইতিহাস ও রাজনীতি

সাহিত্যের বিষয় হিসেবে ইতিহাস ও রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। মানুষের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে রাজনীতি ও ইতিহাস একটা গতিপথ তৈরি করে দেয়। একজন সাহিত্যিক ইতিহাস ও রাজনীতির নানা ঘটনা সাহিত্যের অঙ্গনে এনে তাকে সাহিত্যগুণে সম্পন্ন করে তোলেন। সৈয়দ

মুস্তাফা সিরাজ বিশ শতকের দুটি মহাযুদ্ধের পরিণতি, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া, ফরাসি-ওয়াহাবী আন্দোলন ও দেশভাগের ছবি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই বিষয় সমূহ তাঁর উপন্যাসে অনায়াসেই উঠে এসেছে। সিরাজ তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস ও রাজনীতির প্রসঙ্গ এনে যে একজন বিচক্ষণ সাহিত্যিকের অবদান রেখেছেন-এই অধ্যায়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস : নানা প্রসঙ্গ সন্ধানে

বিশ শতকের পঞ্চাশ বা পাঁচের দশক নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁর লেখায় উঠে এসেছে যন্ত্রণা, বেকারত্ব, কামনার নগ্ন প্রকাশ, শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ। এখানে আমরা বিষয়গুলিকে তুলে ধরবো নিম্নলিখিত ভাবে–

ক. দ্বন্দ্বময় জীবনের রূপকার : উপন্যাসের পালাবদলের আবহ সংগীতে উঠে এসেছে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। তাঁর অভিজ্ঞতা, মানসিকতা, বিষয় সবই আলাদা ধরনের। একদিকে তিনি যেমন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অন্যদিকে তেমনই লোকনাট্য দল 'আলকাপ' দলের মাস্টারও ছিলেন। গ্রামের সাধারণ মানুষেরাও যে মানুষ, তাদেরও এক প্রবল জীবন আছে, যা প্রেমে-অপ্রেমে, সুখে-দুঃখে, লোভে-ঈর্ষায় দ্বন্দ্ব মথিত তা তিনি দেখাতে চেয়েছেন। এই ধরনের উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'তখন কুয়াশা ছিল', 'অরূপ রতন', 'বিভ্রান্ত' 'প্রেম-ঘৃণা-দাহ', 'একান্ত গোপনে', 'রেশমির আত্মচরিত' প্রভৃতি। আলোচ্য অনুচ্ছেদে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মানুষের জীবনকথামূলক উপন্যাসগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

খ. রাঢ় জীবনের রূপকার : বাংলা উপন্যাসে লোককথা, লোকজ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং শিল্পসম্মতভাবে। বঙ্কিম পরবর্তী সময়ে বাংলা উপন্যাস নানাভাবে বাঁক পরিবর্তন

করেছে। বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকে এসেছে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এরই প্রেক্ষিতে সিরাজের উপন্যাসে উঠে এসেছে রাঢ় ভূমির কথা। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্ম, বেড়ে ওঠা রাঢ়ের মাটি-পাথর, নদী-ল্যান্ডস্কেপ, বিশ্বাস-সংস্কারে, মন্ত্রে-তন্ত্রে, আদিম কামনা-বাসনায়, খিধে-ক্ষুৎ পিপাসায় ইতস্ততভাবে ছড়িয়ে আছে উপন্যাসে। প্রকৃতি ও মানুষের আদিম সত্তার টানে রাঢ় ভূমির মানুষদের প্রেম ও যৌনতা, স্নেহ বা মাতৃত্ব, ক্ষমতা ও আধিপত্য, আত্মপ্রাধান্য ও আত্মরক্ষা বা প্রতিদিনের বেঁচে থাকার দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে বদলে যায় সিরাজ তাই দেখাতে চেয়েছেন উপন্যাসে। 'বাসস্থান', 'নদীর মতন', 'জানমারি', 'মায়ামৃদঙ্গ', 'অলীক মানুষ' প্রভৃতি উপন্যাস তার উদাহরণ।

গ. প্রেম-প্রকৃতি ও মানুষ : নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করে বেড়ে ওঠা 'ইবলিশ' তথা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্মভূমি ও সেই বাংলার প্রকৃতির প্রতি ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ। সেই প্রকৃতির টানেই বারবার ফিরে এসেছেন নিজস্ব পরিচিত জগতে তথা মাতৃভূমির মাটিতে। আর সেই পরিচিতির মধ্য থেকেই কিছু বিস্ময়কর ঘটনা আবিষ্কার করেছেন ও পাঠককে ভাববার অবকাশ দিয়েছেন। আবার একেবারে সাধারণ ঘটনাকেও তিনি জীবন্তরূপ দিয়েছেন। 'গোপনে নির্জনে', 'নির্জন গঙ্গা', 'জনপদ জনপথ', 'নিষিদ্ধ অরণ্য', 'নিলয় না জানি' প্রভৃতি উপন্যাস আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রেম-প্রকৃতি ও মানুষের চিত্রকল্পের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ. মিথ ও ইতিহাস : সিরাজের কথাসাহিত্যের সমগ্র বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যে সত্যই অনন্য। শিল্পকলার ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, কোনো কিছুই তাঁর অজানা ছিল না। মিথ ও লোককথা স্বাভাবিকভাবেই মিশে গেছে সিরাজের কিছু সেরা উপন্যাসের সাথে, তাঁর জীবনের সাথেও বলা যায়। এই অনুচ্ছেদে 'অলীক মানুষ', 'নীল ঘোড়া', 'নিষিদ্ধ অরণ্য', 'রেশমির আত্মচরিত', 'বাসস্থান' প্রভৃতি উপন্যাস আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখানো হবে মিথ ও লোককথার অনুষঙ্গ।

ঙ. নিম্নবর্গের অবস্থান : বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদে ব্রাত্য-জীবনের চিত্র বেশ গুরুত্ব সহকারে চিত্রিত আছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও ব্রাত্য সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিশেষত কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্পে ব্রাত্য-জীবনের রূপরেখা নানাভাবে অঙ্কিত। বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ব্রাত্য-মানুষ এলো ব্যাপক ভাবে। তারা পেল মানুষের মর্যাদা। তাদের প্রতি শতাব্দী-পুঞ্জিত অপমান, লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের

বিরুদ্ধে লেখকরা সোচ্চার হলেন। আর্থ-সামাজিক এই পটভূমির ওপর দাঁড়িয়ে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ উপন্যাসে ব্রাত্য-জীবনকে যেভাবে তাঁর দৃষ্টিতে দেখেছেন তা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

চতুর্থ অধ্যায়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও সমসাময়িক বাংলা ঔপন্যাসিক

বিশ শতকের প্রথমার্ধে সংঘটিত দু-দুটি মহাযুদ্ধ পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের মতোই ভারতবর্ষেরও এযাবৎ স্বাভাবিক জীবনচর্যাকে বিধ্বস্ত করে। এছাড়াও দেশ ভাগ বাঙালি জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। তাই এই সময়কার উপন্যাসে অবধারিত ভাবে উঠে আসে সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। তাই সিরাজের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার আগে বাংলা সাহিত্যে তাঁর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের অবদান যেমন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে—তেমনই তাঁর সমকালীন ঔপন্যাসিকের উপন্যাস রচনাধারাও আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দেবেশ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কিন্নর রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, আবুল বাশার, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মিত্র প্রমুখ। লেখক হিসেবে সিরাজ সমসাময়িক লেখক সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং এঁদের পাশাপাশি তিনি তাঁর উপন্যাসে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপটি নির্ণয় করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসের আঙ্গিক ও শৈলী অন্বেষণ

সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখার একটা নিজস্ব শৈলী আছে। প্রত্যেক লেখকই লেখার মধ্যে নিজস্ব আঙ্গিক ও শৈলী ব্যবহার করে থাকেন। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে শৈলী ব্যবহার

করেছেন, সিরাজের উপন্যাসের শৈলী তার থেকে আলাদা। আবার লেখক নিজস্ব মতামত অনুযায়ী দীর্ঘ জীবনের লেখনীর মধ্যেও ভিন্ন শৈলী ব্যবহার করেও থাকেন। বঙ্কিমের যেমন 'রজনী' আর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের শৈলী পৃথক, তেমনই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অলীক মানুষ' আর 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসের শৈলী আলাদা। ঔপন্যাসিক উপন্যাসে যে ভাবনা ব্যক্ত করতে চান তা প্রকাশের উপযুক্ত আঙ্গিক ও শৈলী প্রয়োজন। সিরাজ তাঁর উপন্যাসে দেশ কালের বিস্তৃত পরিসরে বৃহত্তর জীবন সত্যকে ভাব-প্রধান বক্তব্যে উপস্থাপন করতে গিয়ে বুদ্ধিজীবীর গদ্য শৈলী ব্যবহার করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসগুলি থেকে তাঁর ভাবনা উপস্থাপনের উপযুক্ত আঙ্গিক ও শৈলী নিয়ে আলোচনা করে দেখাবো।

উপসংহার

পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্র ধরে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসের এক সার্বিক মূল্যায়নের প্রয়োজনেই উপসংহারের পরিকল্পনা। ঔপন্যাসিক হিসেবে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ কতখানি সফল তা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে এই অধ্যায়ে।